অশ্বমেধ

অমল বসু

বাগানের আপেলেরা প্রেমের পাঠ শেখাতে
নন্দনকাননে বোধহীন পুতুলের দেশে উড়ে যেতে
একটি আপেল বাতাসের কান এড়িয়ে হঠাৎ
ছুঁতে চেয়ে ছিল ঘাসে ঢাকা নরম মৃত্তিকা
এক সাহেবের দিব্যচোখ দেখে ফেলে সেই অভিসার
জানাজানি হয়ে গেল আপেল ও পৃথিবীর প্রমকথা
দুনিয়াদারির বন্ধন রহস্য
তুমি বাঁশি শুনে ছুটে গিয়েছ চারণভূমিতে
তেমন বিজ্ঞানী বা অনুবাদক ছিল কি সেদিন?
চিঠি লেখা না হলেও পিয়োনেরা মেঘের হদিশ পেয়ে
ভেজা ঘাস থেকে তুলে নিয়ে গেছে পায়ের ছাপ
অশ্বমেধ পার হয়ে অশ্বশক্তি বূপক যখন
হ্রেষা নেশায় রচিত বিশ্বযুদ্ধ ক্ষুধা ও সন্ত্রাস এবং
আরো কত মারণ অসুখ
অধুনান্তিক আকাশ ঘিরেছে স্যাটালাইট স্পেকট্রাম
ইনফিনিটি দৌড়ে ছুঁতে চায় ‘ন্যানো’ প্রযুক্তি
আম ও আপেল একই ঝুড়িতে সাজালে
কিছু কি গোপন থাকে নীলজল নীলাভ আকাশে?
কত সহজেই মাছেরা সাঁতার কাটে ইনবক্সে
রিংটোনে ঘোড়ার খুরের শব্দ, রাতের যুদ্ধ শেষে
আকাশে থালা পেতে ভিখিরি পৃথিবী গান গেয়ে যায়

উদ্বাস্তু

ডানা মেলে নদী ছুঁয়ে ফেলে দিগন্তের মেঘ
নিজের পাড় ডিঙিয়ে নিজেকে জেতার আনন্দে
ভাসিয়ে নিয়ে গেল যা কিছু যমুনার নাগালে ছিল

ছায়াপথ লম্বা হিসেবের খাতা, নক্ষত্রের কাটাকুটি
চৈত্র-সেল ক্রেতা ও বিক্রেতার যৌথ উৎসব
পুণ্য অর্জনে দাঁড়াতেই হবে সে লাইনে

কোনো এক ভূখন্ডের খোঁজে ভেসে যায় উদ্বাস্তুবাঁশি
প্রলয়ের শেষে পাড়ে বসে জানা কি যায়
তলিয়ে যাওয়া আর ভেসে থাকা কী বিপুল ফারাক?

উধাও ভুবনে গিয়ে লুকিয়ে ছিল চড়াইপাখিরা
বসন্তের উঠোনে ফিরে এসে সংসার পেতেছে কেমন
মৃদুগুঞ্জনে নরম ঠোঁটে তুলে দেয় অমৃতের দানা

ভাঙনের রোষে নিজেকেই গিলে ফেলে নদী
খোলস ফেলে রেখে কোথায় হারিয়ে গেল স্রোতস্বিনী
শেয়ালডাকা চরে নবীন উদ্বাস্তুর দলে গাজন সন্ন্যাসী

হারানো নদীর খোঁজে যদি সমুদ্র ফিরে তাকায়!
কে লিখে রাখবে ধ্বংসকালীন নতুন উপাখ্যান
বল্মীক অরণ্যে ধ্যানমগ্ন মহর্ষিকে এখুনি জাগিয়ে দাও

ঠিকানা বদল

সকাল থেকে একবারও বাজেনি ডোরবেল
কী করে জেনে গেছে এ বাড়িতে কেউ নেই

একটা ভুল আর একটা ভুলের জন্ম দিয়ে
বারান্দায় পড়ে আছে দেশ-দুনিয়ার সংবাদ

ঘুলঘুলিতে উঁকি দিয়ে চড়াই সংশয়ে
দরজা ও জানলা বন্ধ, ভেতরের ঘরগুলো
তালি বাজায় বৃহন্নলা মুদ্রায়
নতুন ঠিকানায় চলে গেছে পুরোনো মানুষেরা
অকারণ কাঁদে শুধু ঘুণপোকা

আতাগাছের সবুজ ছায়ায় শুয়ে আছে নেড়ি
খুশির স্বপ্নে মৃদু লেজ নাড়ে
ভূত বলে কিছু নেই, আমি ভূত তুমি ভূত
গাছেরাও ভূত সাজে অদ্ভুত জ্যোৎস্নার রাতে

বাড়ি দেওয়াল ছুঁয়ে রাস্তায় আলো
শবদেহ আগলে আছে রোদ বৃষ্টির লাইটপোস্ট

কবিতার স্টেশন

নক্ষত্রের ভারে আকাশ পৃথিবীর বুকে কাছে ঝুলছে
বালিরশহরে এই মুহূর্তে যে কবিতার জন্ম হতে পারে
তাকে কাগজে না লিখে অন্ধকার পাতায়
লেখা যায় কিনা, ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পটলডাঙায়

তেতলায় প্রভাতদা কবিতার হাল ধরে বসে আছেন
একা নাসের লগি বেয়ে উজানে, সাথিরা আসেনি সে দিন
ঘরে মোবাইল বেজে উঠলে অধুনান্তিক কালখন্ডের কবি
কানে সেলফোন তুলে বললেন: সেকেন্ড প্রুফে কবিতার
লাইন কেন বদলে দিলে?

ঝুলন্ত আকাশ থেকে মুছে যায় বিপন্ন নক্ষত্ররা
মাথার ওপরে সবটাই ফাঁকা, বাতাসের বিপুল চাপ
মাটির সহজিয়া টান, কোন সে হাত ধরে রেকেছে
আকাশের ভার, কোন বার্তায় নিয়ত আপ-ডেট হতে
থাকে মুহূর্তে, কী করে থামানো যায় সে অলৌকিক যাত্রা?

ঠিকানাহীন পাখির নাম লেখা পালক
ভ্রমণের ডানা থেকে ঝরে পড়ার মুহূর্তে কুড়িয়ে নিয়ে
ঠিকানা শুধরে দেবার দায কে নেবে কবিতার সরণিতে?

ভিন্নতর ভ্রমণের জন্য পাতা যায় নতুন রেললাইন
কবিতার স্টেশনে কোনো সিগন্যাল বা টাইম টেবিল নেই
যে কেউ হেঁটে যেতে পারে টালমাটাল অচেনা শব্দের পায়ে